৩। কোকিল : ডাকিল,
অখিল : হাসিল।
যাতনা : বাড়িছে,
চেতনা : ছাড়িছে।

—মদনমোহন, শিশুশিক্ষা (১ম)

এই তিন দৃষ্টান্তেই প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আছে দুই উপপর্ব নিয়ে গড়া এক পর্ব। এই এক পর্বের পরেই আছে পূর্ণযতি, লঘুযতি নেই, অর্ধযতিও নেই।

এক পর্বের ছোট পঙ্‌ক্তির ধারাবাহিক রচনা ছোট শিশুদের শিক্ষারম্ভের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না। দুই ও তিন পর্বের ছোট পঙ্‌ক্তির ধারাবাহিক রচনার নিদর্শনও অতি বিরল। কাব্যরচনায় এ-রকম ছোট-ছোট পঙ্‌ক্তি সাধারণতঃ দীর্ঘতর পঙ্‌ক্তির অনুষঙ্গ রূপেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন—

১। আমি নাবব মহাকাব্য সংরচনে
ছিল মনে।
হায় রে কোথা যুদ্ধকথা হৈল গত
স্বপ্ন-মতো।

—ক্ষণিকা, ক্ষতিপূরণ

২। হে নিরুপমা,
গানে যদি লাগে বিহ্বল তান করিও ক্ষমা।

—ক্ষণিকা, অবিনয়

৩। মোর সুকুমার ললাট-ফলকে লেখা অসীমের তত্ত্ব,
হে আমার চির-ভক্ত
এ কি সত্য ?

—কল্পনা, প্রণয়-প্রশ্ন

৪। আজি মাতা পাঠাইছে অশ্রু সিক্ত বাণী
আশীর্বাদখানি
জগৎ-সভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে ভ্রাতঃ।
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃ স্বরে।

—কল্পনা, জগদীশচন্দ্র বসু

যতি ও প্রস্বর লোপ

কবিতা আবৃত্তিকালে আমাদের উচ্চারণে অনেক সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে প্রত্যাশিত বিরতি ঘটে না। উচ্চারণের এ-রকম অ-বিরতিকে বলা হয় **যতিলোপ** বা **যতিলঙ্ঘন**। বাংলা ছন্দে উল্লিখিত পাঁচ রকম যতিই অবস্থাবিশেষে লুপ্ত বা লঙ্ঘিত হয়ে থাকে। এখানে একে একে ওই পাঁচ রকম যতিলোপের পরিচয়

Scanned by CamScanner

দেওয়া গেল।

১। **পূর্ণযতিলোপ**—সাধারণতঃ পঙ্‌ক্তিপ্রান্ত্য পূর্ণযতি লুপ্ত হয় না। কেননা, পূর্ণযতি লুপ্ত হলে পঙ্‌ক্তির তথা ছন্দোবন্ধের মূল কাঠামোটাই ভেঙে যায়। কিন্তু এক শ্রেণীর নবপ্রবর্তিত ছন্দোবন্ধে পঙ্‌ক্তিপ্রান্ত্য পূর্ণযতির স্থানে প্রায়শঃ উচ্চারণের পূর্ণবিরতি ঘটে না। এজন্যই রবীন্দ্রনাথ এ-রকম পূর্ণযতিহীন ছন্দকে বলেছেন 'পঙ্‌ক্তিলঙ্ঘক' ছন্দ। আসলে সে ছন্দ হচ্ছে 'পঙ্‌ক্তিযতি-লঙ্ঘক' ছন্দ। এ-রকম পঙ্‌ক্তিযতি-লঙ্ঘক ছন্দকে আধুনিক পরিভাষায় বলা হয় **প্রবহমান** ছন্দ। মধুসূদন-প্রবর্তিত **অমিত্রাক্ষর** পয়ারই (১৮৫৯) প্রবহমান ছন্দোবন্ধের প্রথম নিদর্শন। পরবর্তী তৃতীয় অধ্যায়ে যথোচিত দৃষ্টান্তসহ প্রবহমান ছন্দোবন্ধের বিশদ পরিচয় দেওয়া যাবে।

২। **অর্ধযতিলোপ**—আধুনিক কালের রচনায় অর্ধযতি লোপের দৃষ্টান্ত খুব বিরল। কিন্তু একেবারে অপ্রাপ্যও নয়। অর্ধযতি পদবিভাগের সূচক। তাই অর্ধযতি লুপ্ত হলে পঙ্‌ক্তির পদবিভাগও লোপ পায়। ফলে অর্ধযতি (অর্থাৎ পদযতি) লুপ্ত হলে তার পরবর্তী পর্বারম্ভসূচক প্রস্বরটিও স্বতঃই লুপ্ত হয়ে যায়। ঢ্যারা (×) চিহ্ন অর্ধযতি বা পদযতিলোপের পরিচায়ক। যেমন—

নিজ হস্তে । নির্দয় আ × ঘাত করি । পিতঃ,
ভারতেরে । সেই স্বর্গে ॥ কর জাগ ।-রিত ।

—নৈবেদ্য-৭২, 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য'

বীর্য দেহ । তোমার চ × রণে পাতি' । শির
অহর্নিশি । আপনারে ॥ রাখিবারে । স্থির

—নৈবেদ্য-৯৯, 'তব কাছে এই মোর'

ক্ষুদ্র সত্য । বলে, 'মোর ॥ পরিষ্কার । কথা,
মহাসত্য । তোমার ম × হান্ নীর ।-বতা'।

—কণিকা, অস্ফুট ও পরিস্ফুট

কাল বলে, । আমি সৃষ্টি ॥ করি এই । ভব,
ঘড়ি বলে, । তাহলে আ × মিও স্রষ্টা । তব ।

—কণিকা, উপলক্ষ

এ-রকম অর্ধযতিলোপের দৃষ্টান্ত আধুনিক সাহিত্যে যত বিরল, অধুনাপূর্ব সাহিত্যে তত বিরল ছিল না। কবি ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় এজাতীয় দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পাওয়া যায়।

৩। **লঘু যতিলোপ**—বাংলা ছন্দে লঘু যতি অর্থাৎ পর্বযতি-লোপের আধিক্য তথা গুরুত্বই সর্বাধিক। কেননা, পর্বই বাংলা ছন্দের প্রধান বাহন। পর্বযতি-লোপের প্রসঙ্গে প্রথম স্মরণীয় বিষয় এই যে, পর্বের আয়তনসীমা নিরূপিত হয় তার আদিস্থিত প্রস্বর এবং অন্তস্থিত যতির দ্বারা। বাংলা ছন্দের পর্বসূচক এই প্রস্বর ও যতি বাঙালির কানে স্বাভাবিক ভাবেই ধরা পড়ে। তাই পঙ্‌ক্তির পর্ববিভাগ নিরূপণের পক্ষে কোনো বাধা ঘটে না। কিন্তু কোনো-কোনো ক্ষেত্রে পর্বান্ত্য যতি ও তার পরবর্তী পর্বের আদিস্থিত প্রস্বরের লোপ ঘটে।

Scanned by CamScanner